রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা তারিখঃ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

২৩ মাঘ ১৪২৬

কাতারের রাজধানী দোহায় গত ২৮-৩০ জানুয়ারি ২০২০ সময়ে ৩ (তিন) দিন ব্যপী “মেইড ইন বাংলাদেশ ২০২০” শীর্ষক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি Doha Exhibition and Convention Center (DSEC)-তে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহ-অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাতারে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং কাতার ফোরাম যৌথভাবে আয়োজন করে। দোহা এক্সিবিশন ও কনভেনশন সেন্টারের C নং হলের ৩০০০ বর্গ মিটার আয়তনের সুপরিসর প্রাঙ্গঁণে এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা প্রাঙ্গঁনে বাংলাদেশের ৫৫টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও স্বায়ত্ত সাশিত সংস্থা মিলে ৬০ টি স্টল ও বাংলাদেশ প্যাভিলিন নামে একটি সুপরিসর প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

কাতার মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম তেল ও অন্যান্য খনিজসমৃদ্ধ একটি উন্নত রাষ্ট্র। কাতারের মাথাপিছু আয় বিশ্বের সর্বোচ্চ। কাতারের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৮ লাখ, যার প্রায় ২০ শতাংশ বা প্রায় ৬ লক্ষ কাতারের নিজস্ব জনগণ এবং অবশিষ্ট ২২ লাখই বিদেশী পেশাজীবী। কাতারে বাংলাদেশের ৪ লক্ষাধিক দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী রয়েছেন। সেখানে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের পেশাজীবীদের জন্য খাদ্য ও তৈরি পোশাকসহ কিছু পণ্য রপ্তানি হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ কাতার থেকে জ্বালানী তেল, এল এন জি, আয়রন আকরিক, অন্যান্য থনিজ দ্রব্য, প্লাস্টিক, সার ইত্যাদি আমদানি করে। কাতারের স্থানীয় নাগরিকদের জন্য প্রায় সব ধরনের ভোগ্যপণ্য আমদানি নির্ভর। আয়তনে ছোট এবং ক্ষুদ্র জনসংখ্যার হলেও কাতারীদের ভোগের ধরণ এবং দেশটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলনস্থলে অবস্থিত হওয়ায় কাতারের কৌশলগত বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে। কাতারের বাজারে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক, ব্যাটারী, চামড়াজাত পণ্য, ফর্ণিচারসহ, ঔষধ ও হস্তশিল্পের রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এ মেলার মাধ্যমে কাতারে বাংলাদেশের কি কি পণ্যের রপ্তানি-বাজার সৃষ্টি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারনা পাওয়া গেছে।

কাতার বা মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে এটি প্রথম বাংলাদেশী একক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মেলা। তিন দিন ব্যপী উক্ত বিনিয়োগ ও বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় উপদেষ্টার উপস্থাপনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও রপ্তানি পণ্যের সরবরাহ সক্ষমতা তুলে ধরেন। দ্বিতীয় দিন বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দোহায় আলোচ্য মেলায় যোগ দেন। তিনি কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কাতারের বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ এবং কাতার চেম্বার অব কমার্স পরিদর্শন করেন। সেখানের ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নিকট উভয় দেশের বানিজ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সংগঠনকে কাতার ভ্রমনের আহবান জানান। জবাবে পররষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশে কাতারের বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও বালাদেশ হতে কাতারে রপ্তানিযোগ্য পণ্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শীঘ্রই একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশ ভ্রমনের আহবান জানান।

কাতারে বাংলাদেশের একক বিনিয়োগ ও বানিজ্য মেলার মাধ্যমে কাতারের কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র ও রপ্তানি সক্ষমতা সম্পর্কে প্রথমবারের মত একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। মেলা চলাকালে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্যের রপ্তানি আদেশ লাভ করেছেন। এছাড়া আরো প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন ডলারের ভবিষ্যত আদেশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের উদ্যেগ এবং বাবসায়ী প্রতিনিধির বিনিময়ের মাধ্যমে কাতারের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের একটি বাজার সৃষ্টির সুযোগ এ মেলার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।